প্রথম আলো

তারিখ ০৭/০২/২০১৯
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা

তরুণদের থামানো যাবে না প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তরুণদের মনে ধর্ম নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে। যখন তাঁরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পান না, তখনই তাঁরা ভুল লোকের খপ্পরে পড়তে পারেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সহিংস চরমপন্থা বন্ধে জনগণের সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিউনিসিয়ান বংশোদ্ভূত বেলজিয়ামের নাগরিক সালিহা বেন আলি। সালিহার এ বক্তব্যকে সমর্থন করে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলামও বলেন, তরুণদের মনে প্রশ্নের উদয় হলে তাঁদের থামানো যাবে না। কথা বলতে হবে, প্রশ্ন করার জায়গা তৈরি করতে হবে।

সালিহার তরুণ ছেলে সাবরি বেন আলি উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০১৩ সালের আগস্টে বাড়ি ছেড়ে সিরিয়ায় যান। ডিসেম্বরে ছেলের মৃত্যুর খবর পান সালিহা। এরপর থেকেই উগ্রবাদবিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন সালিহা।

গতকাল নর্থ সাউথের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা সালিহা বলেন, কোনো তরুণ ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে কিছু বিষয়কে খুব সহজে বলে দেওয়া হয় যে এসব অনৈসলামিক। কিন্তু কেন অনৈসলামিক, তার কোনো ব্যাখ্যা দেন না কেউ। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে সাবরি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইত, সে স্থানীয় মসজিদের ইমামের কাছে গেল। কিন্তু ইমাম তাকে সময় দিল না। এরপর সে ইন্টারনেটে পড়ে থাকত। এ সময়ই সে উগ্রবাদীদের খপ্পরে পড়ে।'

আলোচনা সভায় মনিরুল ইসলাম বলেন, 'সালিহা বেন আলি যখন তাঁর ছেলে সাবরির গল্প বলছিলেন, তখন আমার মনে হচ্ছিল, এরা সবাই একেকটা নিবরাস, রোহান ইমতিয়াজ বা সালেহ মুবাশ্বের। সাবরির গল্পটার সঙ্গে আমাদের দেশের যে ছেলেরা জঙ্গি হয়েছে, তাদের গল্পের খুব ফারাক নেই। ফারাক শুধু একটাই—সাবরি ইউরোপের একটা দেশে নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে বঞ্চিত মনে করতেন। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজের সুবিধাভোগী অংশের তরুণেরাও জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটাকে মূলধারা ধরে নিলে এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, যারা জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই মূলধারার খুব একটা সম্পর্ক নেই। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গেও এদের যোগাযোগ নেই। এদের একটা দল মাদ্রাসায় পড়া দরিদ্র পরিবারের সন্তান, আরেকটা দল উচ্চবিত্ত পরিবারের বিপথগামী সন্তান।'

> **কোনো তরুণ ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে কিছু বিষয়কে খুব সহজে বলে দেওয়া হয় যে এসব অনৈসলামিক। কিন্তু কেন অনৈসলামিক, তার কোনো ব্যাখ্যা দেন না কেউ। আমার ছেলে সাবরি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইত, সে স্থানীয় মসজিদের ইমামের কাছে গেল। কিন্তু ইমাম তাকে সময় দিল না**
>
> **সালিহা বেন আলি**
> তিউনিসিয়ান বংশোদ্ভূত বেলজিয়ামের নাগরিক

উগ্রবাদের লক্ষণগুলো উল্লেখ করে মনিরুল বলেন, হঠাৎ করে একটা ছেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, মুঠোফোন-ল্যাপটপ নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকছে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরে না, পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে না, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে দেখা করছে, ধর্ম নিয়ে তর্ক করছে, হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—কারও এ রকম হলে বুঝে নিতে হবে তার সমস্যা হয়েছে, সে ঝুঁকিপূর্ণ। এ রকম হলে মানসিক কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে জানেন এ রকম কারও কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। তরুণদের মনে প্রশ্ন আসবেই, তাঁদের থামিয়ে দেওয়া যাবে না। তাঁদের প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে হবে, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে। এভাবেই তাঁদের উগ্রবাদ থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে, জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখা যাবে।

জঙ্গিবাদ সমূলে উৎপাটনের জন্য শুধু পুলিশ যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে মনিরুল বলেন, 'আমরা কেবল আইনি পদক্ষেপগুলো নিতে পারি। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে উগ্রবাদের দীক্ষা নিয়েছে বা নিতে যাচ্ছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে বা উগ্রবাদের খপ্পর থেকে দূরে রাখতে পুলিশের কাজ যথেষ্ট নয়। এ জন্য পরিবার, বন্ধু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদের ইমাম, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে ভূমিকা পালন করতে হবে। আর নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে এসব উগ্রবাদের অন্যতম প্রতিষেধক। যে রবীন্দ্রনাথ পড়ে, রবীন্দ্রসংগীত শোনে, নজরুল পড়ে, তাদের উগ্রবাদে জড়ানোর সম্ভাবনা কম।'

এ সময় একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন, গত বছর সিরিয়ায় যাওয়া তিন বাংলাদেশি তরুণের যে ভিডিও বেরিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ক্লোজআপ ওয়ানের প্রতিযোগী ছিল। সংস্কৃতির চর্চার মধ্যে থাকা এ রকম একটা ছেলে জঙ্গিবাদে জড়াল, তাহলে জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে সংস্কৃতির চর্চা কি আদৌ কার্যকর?

জবাবে মনিরুল বলেন, জঙ্গিবাদের যুক্ত হওয়ার যে রকম একক কোনো কারণ নেই, তেমনই এর একক কোনো প্রতিষেধকও নেই। তবে সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে অন্যতম প্রতিষেধক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ গৌরগোবিন্দ গোস্বামী বলেন, 'বাহাত্তরের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে বিচ্যুতির কারণেই আমাদের এসব সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক অ্যান বারোজ ম্যাককনেল, আমেরিকান সেন্টারের সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকর্তা ক্যালি আর রায়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সৈয়দ কামরুল ইসলাম প্রমুখ।